নারীর জীবনমান উন্নয়নে ভিডিওগুলোর অবদান

ইমপ্যাক্ট স্টাডি

১

ভূমিকা

নারীদের তুলনায় পুরুষদের তথ্য পাওয়া অনেক সহজ। এই গবেষণায় মাধ্যমে জানার চেষ্টা করা হয়েছে যে, 'কৃষক থেকে কৃষক' ভিডিওগুলো নারী পুরুষের লিঙ্গ বৈষম্য নিরসণ করতে পারে কি না, এবং নারীরা এসব নতুন জ্ঞান কাজে লাগাতে পারে কি না।

যেসব বাংলাদেশি নারী ভিডিওগুলো দেখেছিল তারা আরও স্বাস্থ্যকর বীজ উৎপাদন করে, বেশি আয় করে এবং নতুন তথ্য জানতে তারা অনেক বেশি আত্মবিশ্বাসী

গবেষণার সারসংক্ষেপ

বাংলাদেশের কৃষকদের সাহায্য নিয়ে ধানের বীজের ওপর ভিডিও ধারণ করা হয় এবং বিভিন্ন গ্রামে তা দেখানো হয়। গবেষকেরা বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে ভিডিও দেখানো হয়েছে এমন ২৮টি গ্রাম থেকে নির্বাচিত ১৪০ জন নারী এবং চারটি 'কন্ট্রোল গ্রাম' যেখানে ভিডিও দেখানো হয়নি, সেখান থেকে নির্বাচিত ৪০ জন নারীর গত পাঁচ বছরে তাদের জীবনযাত্রার পরিবর্তনের ওপর সাক্ষাৎকার গ্রহণ করে। এই নারীরা ভিডিওগুলো গড়ে ছয় বার দেখেছে।

বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের হোসনাবাদ গ্রামের অধিক ধান উৎপাদনকারী একটি বাড়ি

ভিডিওগুলো দেখেছে এমন নারীরা তাদের কাজে আরও বেশি পরীক্ষা-নীরিক্ষা চালিয়েছে, আরো বেশি উদ্ভাবনী হয়েছে এবং তাদের বীজগুলো ভালো দামে বিক্রির ক্ষেত্রে অনেক বেশি দর-কষাকষি করাসহ বিক্রির বিভিন্ন পথ খুঁজে বের করতে সক্ষম হয়েছে। এই সকল নারী তাদের বীজের দাম প্রায় অর্ধেকে নামিয়ে এনেছে। কারণ, তারা বীজ উৎপাদন খরচ কমিয়ে আনতে পেরেছে। তারা যেসব বীজ উৎপাদন করছে সেগুলো ছিল ঝকঝকে, স্বাস্থ্যকর এবং সহজে বিক্রিযোগ্য। অন্যদিকে যেসব 'কন্ট্রোল গ্রামে' ভিডিও দেখানো হয়নি সেখানে আগের তুলনায় কোনো পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়নি।

যেসব নারী ও কৃষকেরা ভিডিও দেখেছে সেখানে ধানের ফলন আগের চেয়ে শতকরা ১৫ ভাগ বেড়েছে, যা নারীদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটিয়েছে। শতকরা ২০ ভাগেরও বেশি পরিবার ধান উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছে, অথচ 'কন্ট্রোল গ্রামগুলোতে' কোনো পরিবর্তন হয়নি। ভিডিও দেখানো হয়েছে এমন গ্রামগুলোতে শতকরা ২৪ ভাগ পরিবার এখন প্রয়োজনের অতিরিক্ত ধান উৎপাদন করছে, ফলে তারা আরও বেশি ধান ও ধানের চারা বিক্রি করতে পারে। এর ফলে পরিবারগুলোর স্বামীরা তাদের স্ত্রীদের সাথে এখন ধানের উৎপাদন এবং আয়-ব্যয়ের বিষয় নিয়ে পরামর্শ করে। নিজেদের ধানের জমি আছে [বর্গাচাষী নয়] এবং পরিবারের অন্য সদস্যদের কাছ থেকে সহযোগিতা পেয়েছে, তারা অন্যদের তুলনায় বেশি আয় করছে। যেসব নারী ভিডিও দেখেছে তারা তাদের পরিবারের কৃষিকাজে সাহায্য করেছে এবং আয় বাড়াতে সক্ষম হয়েছে। তারা আরও বেশি আত্মবিশ্বাসের সাথে নতুন জ্ঞান আহরণ করতে এবং তা সেবা প্রদানকারী ও এলাকার অন্যদের সাথে শেয়ার করতে পারছে।

উপসংহার

নিজেদের জমি শ্রমিকের জোগান থাকলে, ভিডিও দেখা নারীরা আরো বেশি আয় করতে পারত, তাদের সামাজিক মর্যাদা এবং উদ্ভাবনী ক্ষমতা আরো বাড়ত। জ্ঞান যেমন শক্তি, জমিও তাই।

যোগাযোগ: পল ভ্যান মেলে | paul@agroinsight.com

নিবন্ধটি উদ্ধৃত করতে :

Chowdhury, A.H., P. Van Mele & M. Hauser 2011 Contribution of farmer-to-farmer video to capital assets building: Evidence from Bangladesh. *Journal of Sustainable Agriculture* 35(4): 408–435.

AccessAgriculture

AGRO insight communicating agriculture

সারসংক্ষেপ ও ছবি: জেফ বেন্টলে